অধ্যায় ০৩

ধর্মের আদর্শ অনুসরণে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন

আলোচ্য বিষয়

▶ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির পরিচয় ▶ সহমর্মিতা ▶ উদারতা ▶ দেশপ্রেম।

অধ্যায়ের মূলকথা

মানুষের চরিত্রের দুটি দিক রয়েছে। একটি ভালো দিক। অন্যটি খারাপ দিক। ভালো দিকগুলোকে বলা হয় আখলাকে হামিদা বা প্রশংসনীয় চরিত্র। আর খারাপ দিকগুলোকে বলা হয় আখলাকে যামিমাহ বা নিন্দনীয় চরিত্র।

আখলাকে হামিদাহ হলো আমাদের নৈতিক ও মানবিক গুণ। আখলাকে হামিদাহর উদাহরণ হলো সহমর্মিতা, উদারতা, দেশপ্রেম, সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, পরোপকার, ত্যাগের মনোভাব ইত্যাদি। আমাদের উচিত সর্বদা এই গুণগুলো অনুসরণ করা।

মিথ্যা কথা বলা, অন্যের সমালোচনা করা, মারামারি করা, গালি দেওয়া, কাউকে না বলে তার কিছু নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কাজগুলো আখলাকে যামিমাহ। আখলাকে যামিমা ক্ষতিকর। আমাদের উচিত সর্বদা ক্ষতিকর বিষয়গুলো এড়িয়ে চলা।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা

- নৈতিক গুণাবলি সম্পর্কে জেনে নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।

অধ্যায়ের শিখনফল

- আখলাকে হামিদা ও আখলাকে যামিমা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।
- নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির পরিচয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- সহমর্মিতা, উদারতা, দেশপ্রেম সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- দৈনন্দিন জীবনে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সংবলিত কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।
- দৈনন্দিন জীবনে ভালো কাজ/গুণের চর্চা করবে এবং অন্যদের ভালো কাজ/গুণের চর্চা করতে উৎসাহিত হবে।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন

পাঠ্যবই ও শিক্ষক সহায়িকার সূত্র সংবলিত

পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি (একক ও দলীয় কাজ) বুঝে পড়ি ও ভালোভাবে শিখে নিই

পাঠ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির পরিচয়

জোড়ায় কাজ (ক) নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি কী তা বলি ও তালিকা করি। কাজটি জোড়ায় করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৪৪

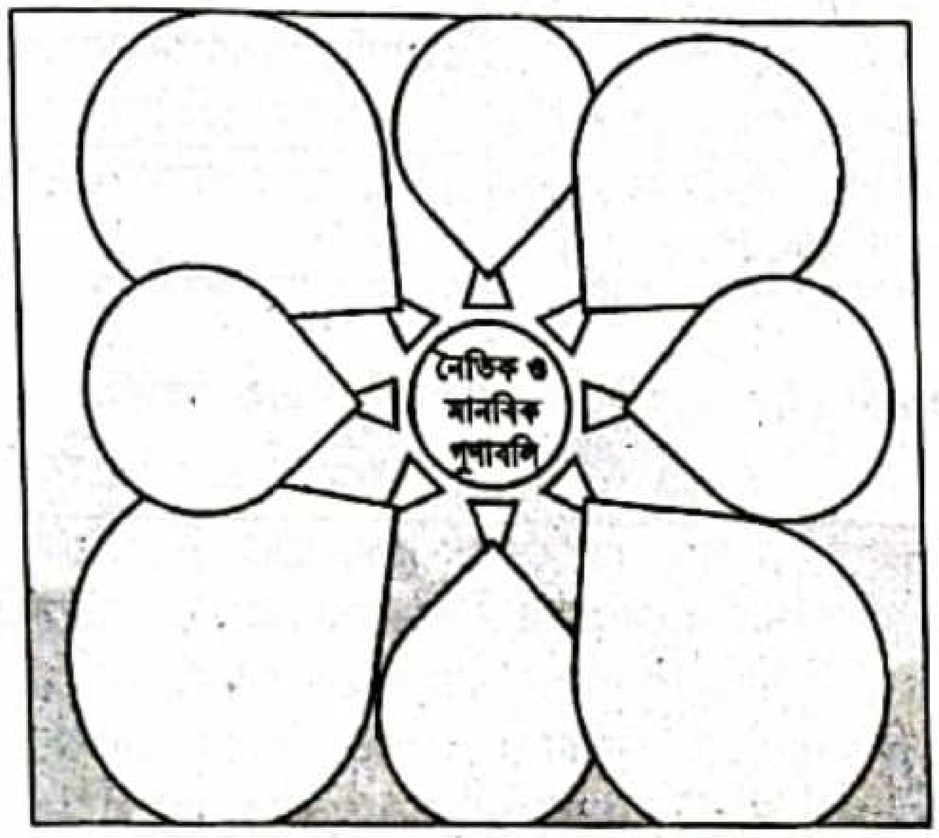

নির্দেশনা : পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু পড়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে জেনে একটি তালিকা তৈরি করবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে তালিকাটি পূরণ করে দেওয়া হলো।

উত্তর :

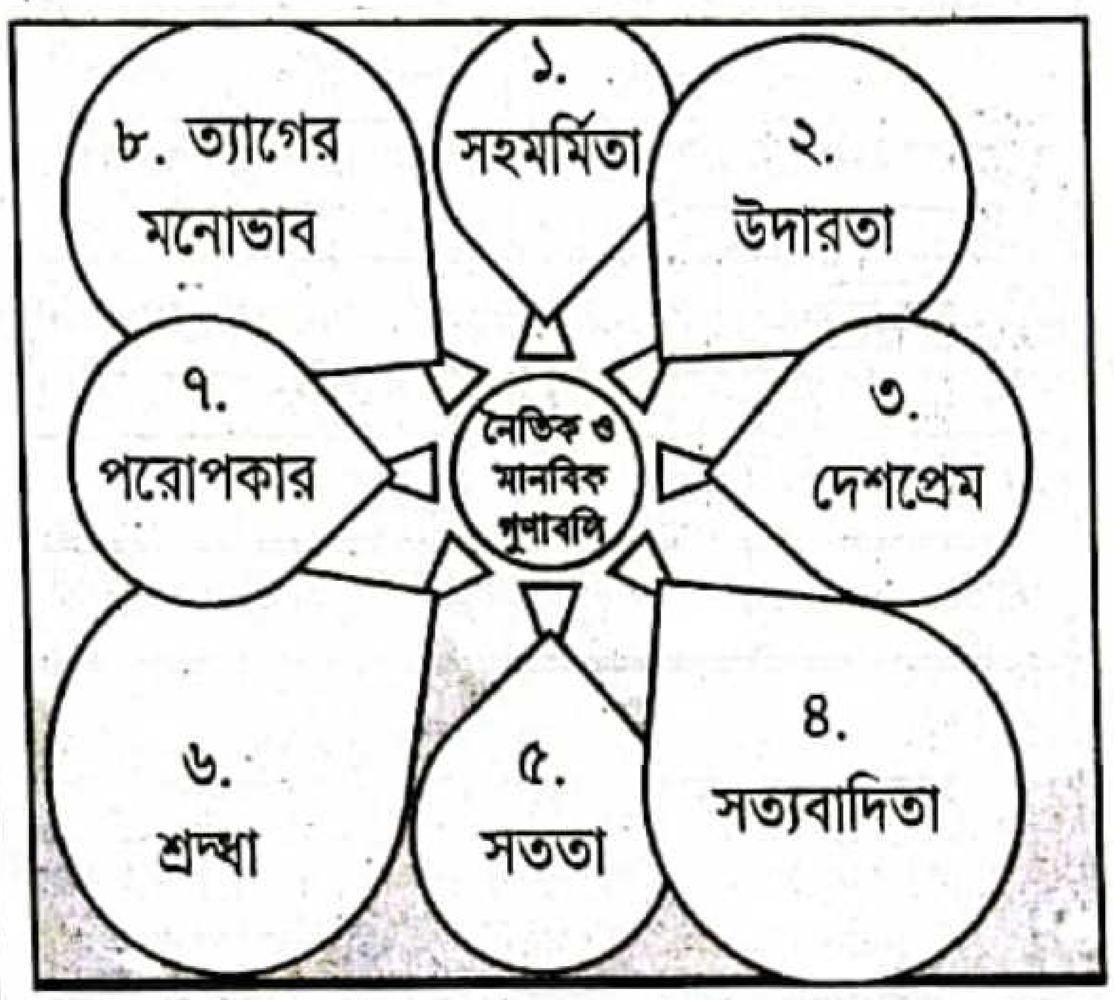

একক কাজ (খ) বাড়িতে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অনুসরণ করে কী কী কাজ করি তা লিখি। কাজটি একা করি।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৪৪

নির্দেশনা : বাড়িতে নৈতিক ও মানসিক গুণাবলি অনুসরণ করে যেসব কাজ করা যায় তা লিখবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এ সম্পর্কে একটি ছক পূরণ করে দেওয়া হলো।

উত্তর :

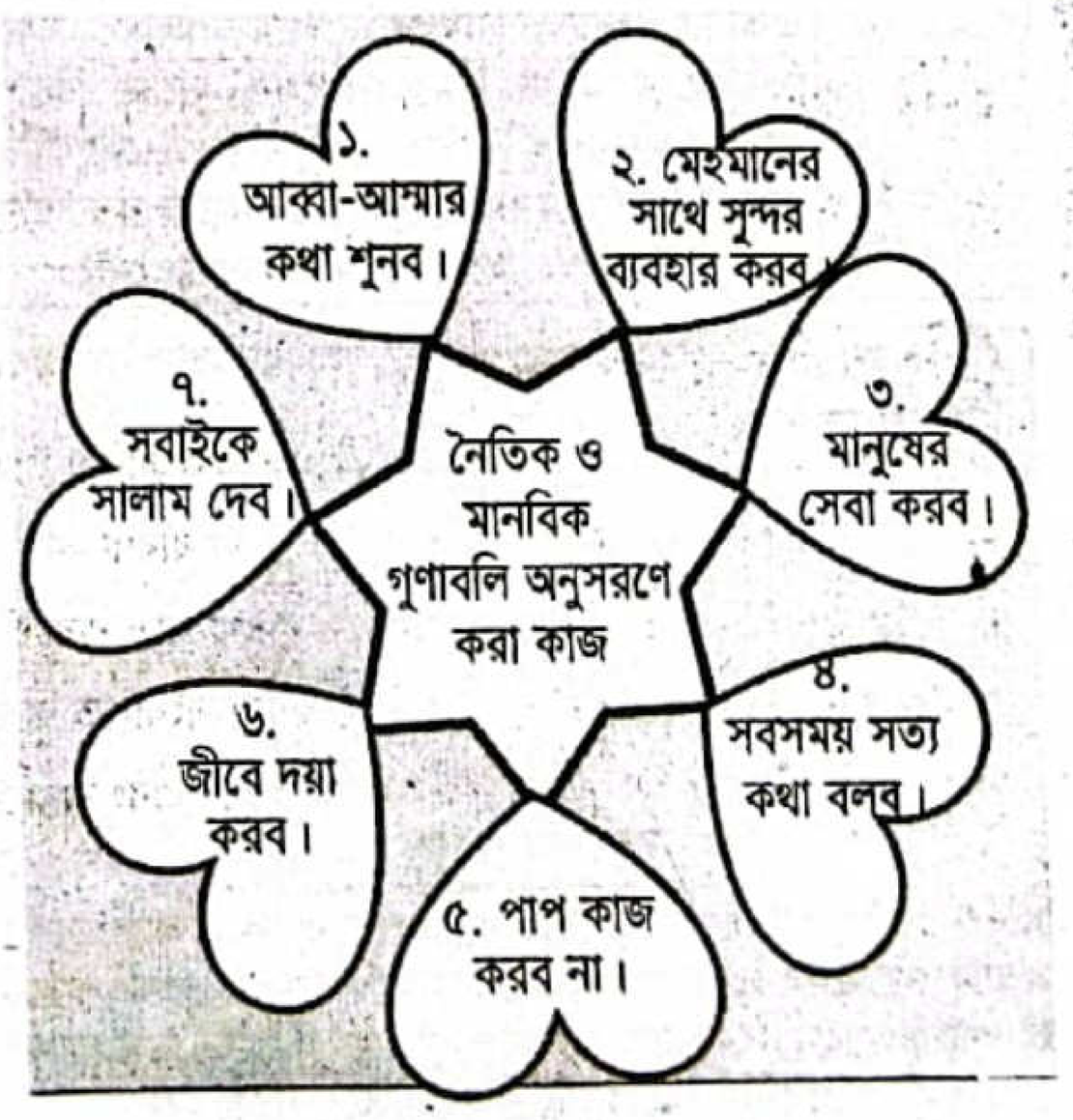

পাঠ ১ সহমর্মিতা

একক কাজ (ক) নিচের বাম ও ডান পাশের তথ্যগুলো দাগ টেনে মিল করি। কাজটি একাকী করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৪৬

বাম পাশ	ডান পাশ
১) কেউ বিপদে পড়লে	১) মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।
২) দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ ও অভাব-অনটনে	২) সমস্যার সমাধান হয়।
৩) সহমর্মিতার মাধ্যমে অসহায় মানুষের	৩) হওয়াই হলো সহমর্মিতা।
৪) অন্যের কষ্টকে অনুভব করে সমব্যথী	৪) যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি সহমর্মী হবেন।
৫) তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি সহমর্মী হও	৫) আমাদের খারাপ লাগে।

উত্তর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১) কেউ বিপদে পড়লে	১) মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।
২) দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ ও অভাব-অনটনে	২) সমস্যার সমাধান হয়।
৩) সহমর্মিতার মাধ্যমে অসহায় মানুষের	৩) হওয়াই হলো সহমর্মিতা।
৪) অন্যের কষ্টকে অনুভব করে সমব্যথী	৪) যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি সহমর্মী হবেন।
৫) তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি সহমর্মী হও	৫) আমাদের খারাপ লাগে।

জোড়ায় কাজ (খ) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬) পড়ি। মহানবি (স.) ও হজরত উমর (রা.) এর সহমর্মিতার গল্পটি আলোচনা করি ও নিজের ভাষায় লিখি। কাজটি জোড়ায় করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৪৭

শুরু
মধ্যভাগ
শেষভাগ.

নির্দেশনা : পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু পড়ে মহানবি (স.) ও হজরত উমর (রা.)-এর সহমর্মিতার গল্পটি জোড়ায় আলোচনা করে লিখবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এ সম্পর্কে আলোচনা ছকে দেওয়া হলো।

উত্তর :

শুরু :	মহানবি (স.) ইয়াতিম ছিলেন। তিনি ইয়াতিম শিশুদের নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসতেন। একবার ঈদে নামাজ শেষে তিনি ঘরে ফিরছিলেন। এমন সময় দেখলেন, মাঠের কোণে বসে একটি শিশু কাঁদছে। রাসূল (স.) ছেলেটির কাছে গিয়ে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জানতে পারলেন ছেলেটির আব্বা-আম্মা নেই।
মধ্যভাগ :	মহানবি (স.) শিশুটিকে বাড়ি নিয়ে আসলেন। নবিজি (স.) এর স্ত্রী আয়েশা (রা.) ছেলেটিকে পেয়ে খুব খুশি হলেন এবং তাকে গোসল করিয়ে জামা পরিয়ে দিলেন ও খেতে দিলেন। রাসূল (স.) ছেলেটিকে বললেন, আজ থেকে আমরাই তোমার পিতা-মাতা। একথা শুনে ছেলেটি খুশি হলো। অনুরূপভাবে খলিফা হজরত উমর (রা.) এক রাতে প্রজাদের খোঁজ-খবর নিতে মদিনার লোকালয়ে বের হন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি একটি ক্ষুধার্ত পরিবার দেখতে পান।
শেষভাগ :	হজরত উমর (রা.) দেখলেন, ওই পরিবারের শিশুরা ক্ষুধায় কান্নাকাটি করছিল এবং তাদের মা শূন্য হাঁড়িতে পানি গরম করছিলেন। তখন তিনি শিশুদের কান্নার কারণ জানতে চান। শিশুদের মা বলেন, তাদের ঘরে খাবার নেই। এজন্য তিনি শূন্য হাঁড়িতে পানি গরম করলে বাচ্চারা ভাববে খাবার রান্না হচ্ছে। একথা শুনে খলিফা খুবই ব্যথিত হলেন। তিনি সরকারি গুদাম থেকে খাবার নিয়ে এসে ঐ পরিবারকে দিলেন।

কাজ (গ) আমাদের আশেপাশের অভাবী লোকদের জন্য কী ধরনের সহমর্মিতামূলক কাজ করব তা নিচের সহমর্মিতা গাছের নির্দিষ্ট স্থানে লিখি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৪৮

নির্দেশনা : পাঠ্যবইয়ের সহমর্মিতার গল্পটি অনুসরণ করে আশেপাশের অভাবী লোকদের জন্য যে ধরনের সহযোগিতামূলক কাজ করবে তা একটি সহমর্মিতা গাছের নির্দিষ্ট স্থানে লিখবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে সে সম্পর্কিত সম্ভাব্য উত্তর করে দেওয়া হলো।

উত্তর :

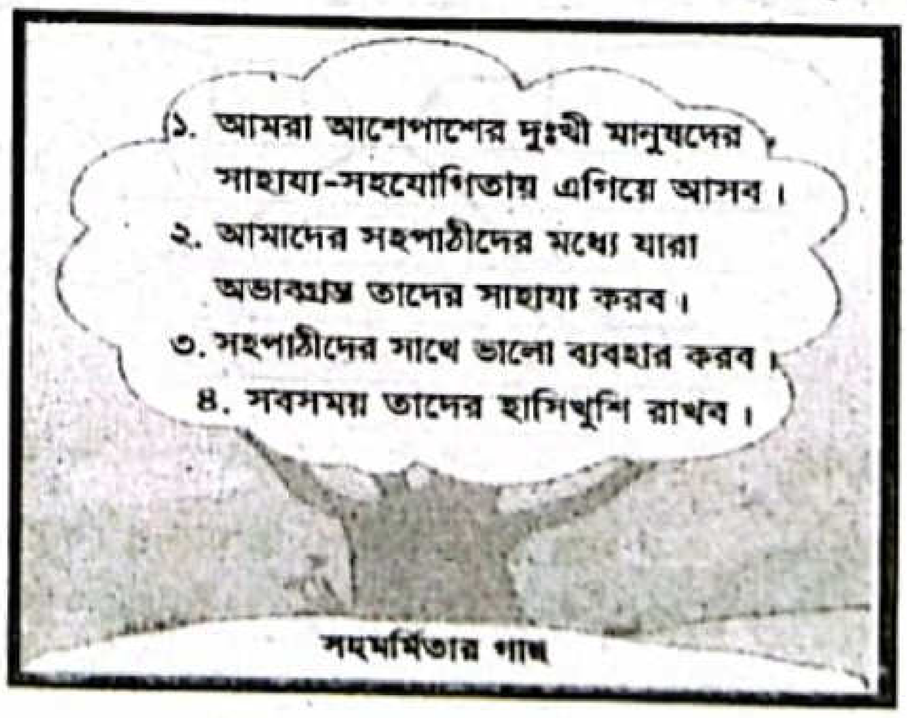

পাঠ উদারতা

একক কাজ (ক) মহানবি (স.) ও সাহাবিদের উদারতার ঘটনা থেকে কী শিখলাম তা লিখি। কাজটি একাকী করি।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৫০

নির্দেশনা : পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু পড়ে মহানবি (স.) ও সাহাবিদের উদারতার ঘটনা থেকে যা যা জানতে পারলে তা লিখবে। তোমার বোঝার সুবিধার্থে এ বিষয়ে একটি ছক পূরণ করে দেওয়া হলো।

উত্তর :

১. মানুষকে ক্ষমা করা।
২. পরোপকারী হওয়া।
৩. হাসিমুখে কথা বলা।
৪. ভিন্ন ধর্মের লোকদের প্রতি উদারতা দেখানো।
৫. উদার ও সহনশীল হওয়া।

দলগত কাজ (খ) দৈনন্দিন জীবনে উদারতার গুণ অবলম্বন করে কী কী কাজ করব তার একটি তালিকা করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৫০

নির্দেশনা : দলগতভাবে আলোচনা করে দৈনন্দিন জীবনে উদারতার গুণ অবলম্বন করে যেসব কাজ করা যায় তা একটি তালিকায় লিখবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে নিচে তালিকাটি তৈরি করে দেওয়া হলো।

উত্তর :

১. অন্যের বিপদে সাহস জোগাব।
২. ক্ষুধার্তকে খাবার দেব।
৩. বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেব।
৪. অন্ধকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করব।
৫. বয়স্ক ও দুর্বল লোকদের সাহায্য করব।
৬. দানশীল হব।
৭. কথা ও কাজে নম্রতা ও বিনয় প্রদর্শন করব।
৮. সবার সাথে সহনশীল আচরণ করব।

দলগত কাজ (গ) বন্ধুরা মিলে যেসব উদারতামূলক কাজের তালিকা করেছি তা একত্র করি। এবার এসব কাজ ভূমিকাভিনয় করে দেখাই। কাজটি দলগতভাবে করি।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৫০

নির্দেশনা : বন্ধুরা মিলে যেসব উদারতামূলক কাজ করা যায় সেগুলো একত্র করে তার একটি তালিকা তৈরি করতে হবে। এরপর এসব কাজ ভূমিকাভিনয় করে দেখাবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে তালিকাটি তৈরি করে দেওয়া হলো।

উত্তর :

১.	অন্যের কথা, কাজ ও চিন্তাভাবনার প্রতি সহনশীল হবো।
২.	ভিন্ন ধর্মের প্রতিবেশীদের প্রতি উদারতা দেখাব।
৩.	অন্যের বিপদে সাহস জোগাব।
৪.	ক্ষুধার্তকে খাবার দেব।
৫.	বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেব।
৬.	অন্ধকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করব।
৭.	অন্যের সাথে হাসিমুখে কথা বলব।
৮.	বয়স্ক বা দুর্বলদের সাহায্য করব।
৯.	দানশীল হবো।
১০.	কথা ও কাজে নম্রতা ও বিনয় প্রদর্শন করব।
১১.	সবার সাথে সহনশীল আচরণ করব।

পাঠ দেশপ্রেম

একক কাজ (ক) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫১-৫২) ভালোভাবে পড়ি। নিচের শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাই। কাজটি একাকী করি।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫২

১) দেশপ্রেম হলো নিজের দেশকে —।
২) মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) নিজের — ভালোবাসতেন।
৩) স্বাধীনতার জন্য — মানুষ তাদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।
৪) পড়ালেখা করা আমাদের প্রধান —।
৫) প্রকৃতি ও জীবজগৎকেও আমরা —।

উত্তর :

১) দেশপ্রেম হলো নিজের দেশকে ভালোবাসা।
২) মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসতেন।
৩) স্বাধীনতার জন্য ৩০ লক্ষ মানুষ তাদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।
৪) পড়ালেখা করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
৫) প্রকৃতি ও জীবজগৎকেও আমরা ভালোবাসব।

জোড়ায় কাজ (খ) মহানবি (স.) ও অন্যদের দেশপ্রেমের ঘটনা আলোচনা করি। ইসলামে দেশপ্রেম সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখি। কাজটি জোড়ায় করি।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৫২

নির্দেশনা : পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত মহানবি (স.) ও অন্যদের দেশপ্রেমের ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে এবং ইসলামে দেশপ্রেম সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে অনুচ্ছেদটি করে দেওয়া হলো।

উত্তর: মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসতেন। তিনি নিজের জন্মভূমি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে যান। যাওয়ার সময় তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি বারবার মক্কার দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, "হে মক্কা! আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমার কাছে কতই না প্রিয়! আমার স্বজাতি যদি আমাকে নির্যাতন করে বের করে না দিত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।"

ইসলামে দেশপ্রেমের গুরুত্ব অনেক। নিজের দেশকে ভালোবেসে এর উন্নয়নে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। তাই দেশের কল্যাণের জন্য আমাদেরকে সবসময় কাজ করতে হবে। আমরা শিক্ষার্থী। পড়ালেখা করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব। এ জন্য আমরা ভালোভাবে পড়ালেখা করে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখব। সকল ভালো কাজে মানুষকে সহযোগিতা করব। কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করব। দেশের প্রকৃতি ও জীবজগৎকে ভালোবাসব। এদের যত্ন নিব। বেশি বেশি গাছ লাগাব। ফুল ও সবজির বাগান করব এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে বড়দের সঙ্গে অংশ নেব।

দলগত কাজ (গ) ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করে দেশের জন্য কী ধরনের কাজ করব তা নিচের ছকে লিখি। কাজটি দলগতভাবে করি।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৫২

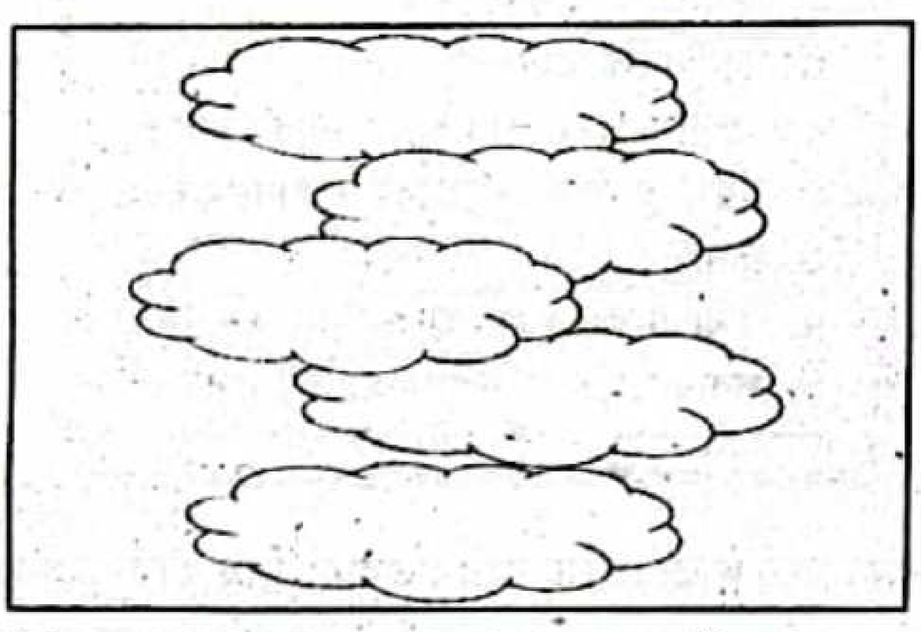

নির্দেশনা : দলগতভাবে আলোচনা করে ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করে দেশের জন্য যে ধরনের কাজ করতে পারবে তা নিচের ছকে লিখবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে ছকটি করে দেওয়া হলো।

উত্তর :

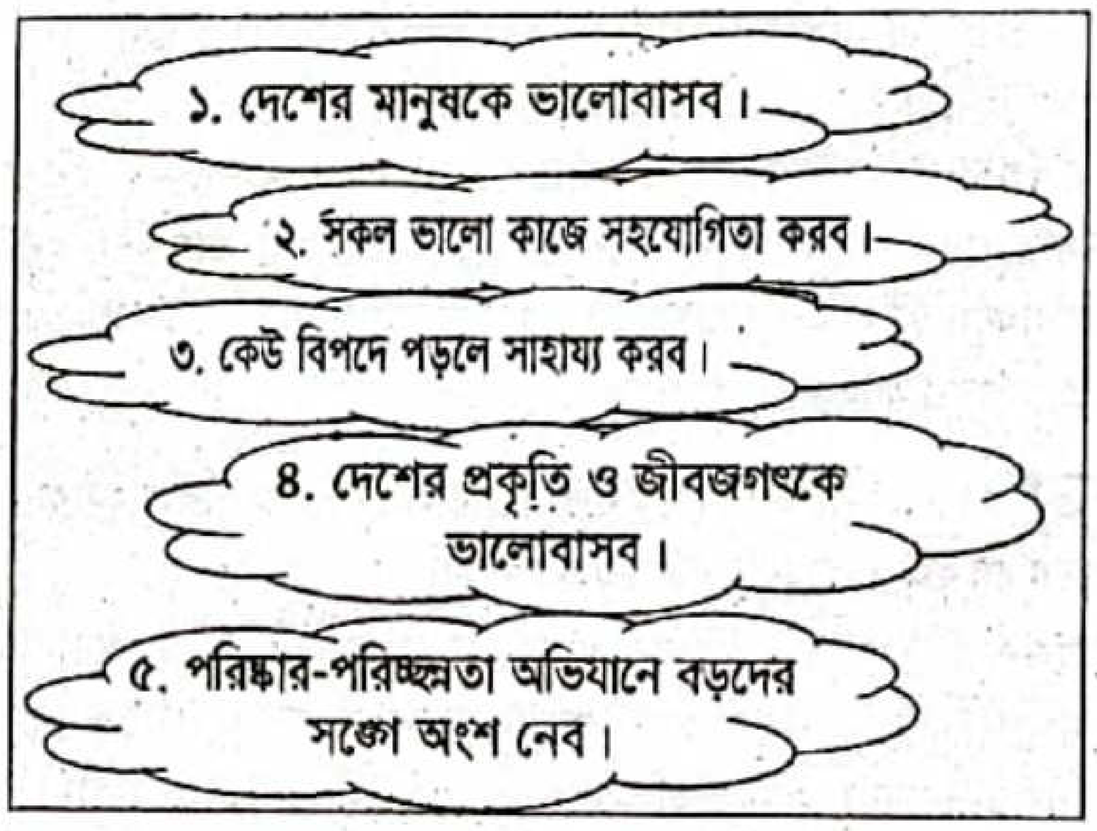

দলগত কাজ (ঘ) ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশকে ভালোবেসে যেসব কাজ করব তা ভূমিকাভিনয় করে দেখাই। কাজটি দলগতভাবে করি।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৫২

উত্তর : ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশকে ভালোবেসে যেসব কাজ করা যায় তা শ্রেণিশিক্ষকের সহায়তায় দলগতভাবে আলোচনা করে ভূমিকাভিনয় করে দেখাবে।

শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণে অতিরিক্ত অ্যাক্টিভিটি — আরও শিখে নিই

পাঠ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির পরিচয়

প্রশ্ন ১। তোমরা/তুমি আমাকে কেন সাহায্য করলে?

উত্তর : আমরা/আমি আপনাকে সাহায্য করেছি আমাদের মানবিক গুণের কারণে। মানুষ হিসেবে অন্য মানুষের সাহায্য করা আখলাকে হামিদা বা প্রশংসনীয় চরিত্র। আখলাকে হামিদা হলো আমাদের নৈতিক ও মানবিক গুণ।

প্রশ্ন ২। তুমি গতকাল সারাদিন কী কী কাজ করেছ?

উত্তর : আমি গতকাল সারাদিনে যা করেছি তা হলো– ১. সকালে ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করেছি এবং কুরআন তিলাওয়াত করেছি। তারপর পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করেছি। সকালের নাস্তা শেষ করে স্কুলে গিয়ে মনযোগসহকারে প্রতিটি

ক্লাস করেছি। স্কুল থেকে এসে আরো যেই কাজগুলো করেছি– বড়দের শ্রদ্ধা করেছি, আব্বা আম্মার সাথে কথা শুনেছি, সত্য কথা বলেছি, সবাইকে সালাম দিয়েছি এবং অসহায় ও গরিব লোকদের সাহায্য করেছি।

প্রশ্ন ৩। তোমার কোন বন্ধু বিপদে পড়লে তুমি কী কর?

উত্তর : আমার কোনো বন্ধু বিপদে পড়লে আমি তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাই। তাকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করি।

প্রশ্ন ৪। এর মধ্যে কোন কোন কাজগুলো ভালো কাজ বলে তুমি মনে কর?

উত্তর : এর মধ্যে যে কাজগুলো ভালো কাজ বলে আমি মনে করি তা হলো– বড়দের শ্রদ্ধা করা, সত্য কথা বলা, সবাইকে সালাম দেওয়া, অসহায় গরিব লোকদের সাহায্য করা, আব্বা-আম্মার কথা শুনা।

একক কাজ

তোমার দেখা ভালো মানুষ সম্পর্কে লেখ। কেন তোমার কাছে তাকে ভালো মানুষ বলে মনে হয়। ভালো মানুষের বৈশিষ্ট্য বলো।

উত্তর : আমার দেখা ভালো মানুষ আমার সম্মানিত শিক্ষক। তিনি আমাদের অনেক আদর করেন। সুন্দরভাবে পড়া বুঝিয়ে দেন। ভালো কাজের আদেশ করেন। নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করতে বলেন। এই সমস্ত কারণে আমার কাছে আমার শিক্ষককে ভালো মানুষ বলে মনে হয়।

ভালো মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো–

১. সত্য কথা বলা।
২. অসহায় গরিব লোকদের সাহায্য করা।
৩. মেহমানের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।
৪. মানুষের সেবা করা।
৫. জীবে দয়া করা।
৬. পাপকাজ না করা।
৭. সবাইকে সালাম দেওয়া।
৮. সৎ পথে চলা।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তালিকা তৈরি করবে।

নির্দেশনা : পরিবারের সদস্য ও অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির তালিকা তৈরি করবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে নিচে তালিকাটি তৈরি করে দেওয়া হলো।.

উত্তর :

১. বড়োদের শ্রদ্ধা করা।
২. অসহায় গরিব লোকদের সাহায্য করা।
৩. ক্ষুধার্থকে খাদ্য দান করা।
৪. অন্যের দুঃখ কষ্টে সহমর্মি হওয়া।
৫. মেহমানের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।
৬. মানুষের সেবা করা।
৭. বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করা।
৮. মানুষের বিপদে সাহায্য করা।
৯. অভাব অনটন দূর করা।
১০. সবাইকে সালাম দেওয়া।

দলগত কাজ

দৈনন্দিন জীবনে যে ধরনের নৈতিক ও মানবিক গুণ চর্চা করব তা দিয়ে একটি নৈতিকতা ও মানবিকতার গাছ তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

নৈতিকতা ও মানবিকতার গাছ

নির্দেশনা : দৈনন্দিন জীবনে যে ধরনের নৈতিক ও মানবিক গুণ চর্চা করা হয় তা দিয়ে একটি মানবিক গাছ তৈরি করবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে নিচে একটি নৈতিকতা ও মানবিকতার গাছ তৈরি করে পূরণ করে দেওয়া হলো।

উত্তর :

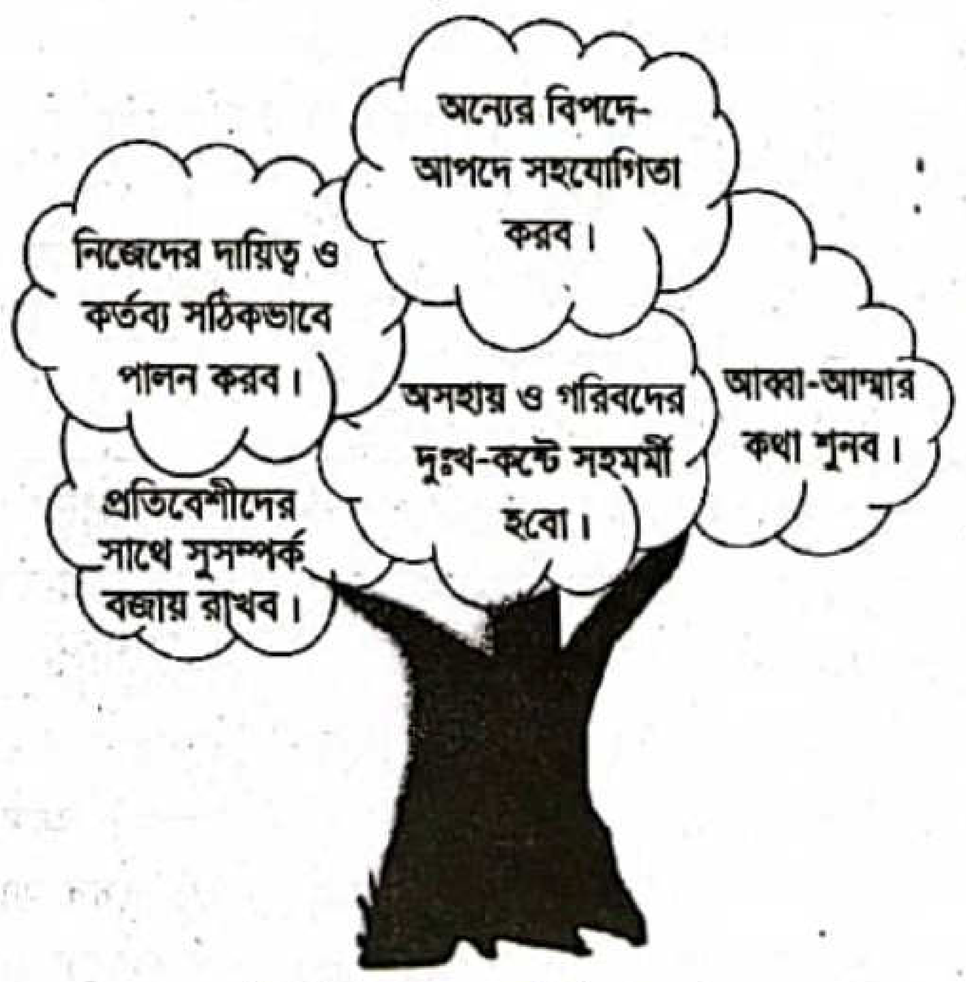

নৈতিকতা ও মানবিকতার গাছ

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে অতিরিক্ত অ্যাক্টিভিটি · আরও শিখে নিই

দলগত কাজ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অনুসরণ করে যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকি তার আলোকে একটি তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

নির্দেশনা : দৈনন্দিন জীবনে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অনুসরণ করে যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা যায় তার আলোকে একটি তালিকা তৈরি করবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এরকম একটি তালিকা নিচে তৈরি করে দেওয়া হলো।

উত্তর :

⊛ মহানবি (স.)-এর আদর্শসমূহ মেনে চলে সত্য ও সঠিক পথে চলতে পারি।
⊛ অসহায় ও গরিবদের বিপদ-আপদ ও অভাব-অনটনে সর্বাত্মক সাহায্য করে থাকি।
⊛ অন্যের কথা, কাজ ও চিন্তাভাবনার প্রতি সহনশীল আচরণ করে থাকি।
⊛ প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার ও সুসম্পর্ক বজায় রাখি।
⊛ দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে থাকি।

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ · সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই

শোনা — শিক্ষকের নিকট শুনে লিখি

ক নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর।

১। আখলাকে হামিদা হলো প্রশংসনীয় চরিত্র।
২। আখলাকে যামিমা ক্ষতিকর নয়।
৩। সহমর্মিতার মাধ্যমে অসহায় মানুষের সমস্যার সমাধান যায় না।
৪। মহানবি (স.) ইয়াতিম ছিলেন।
৫। হজরত আয়েশা (রা.) ছিলেন মহানবি (স.)-এর স্ত্রী।
৬। খলিফা হজরত উমর (রা.) প্রজাদের প্রতি সহমর্মী ছিলেন না।
৭। মহানবি (স.) কথায়, কাজে ও ব্যবহারে উদার ছিলেন।
৮। দেশপ্রেম হলো অন্যের দেশকে ভালোবাসা।
৯। মহানবি (স.) মদিনাতে হিজরত করেন।
১০। আমাদের জন্মভূমির নাম বাংলাদেশ।

উত্তরমালা : ১। সত্য; ২। মিথ্যা; ৩। মিথ্যা; ৪। সত্য; ৫। সত্য; ৬। মিথ্যা; ৭। সত্য; ৮। মিথ্যা; ৯। সত্য; ১০। সত্য।

খ নিচের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলো শুনে শূন্যস্থানের জন্য সঠিক শব্দটি নির্ণয় কর।

১। আখলাক শব্দের অর্থ হলো —।
২। আখলাকে হামিদা হলো — চরিত্র।
৩। নিন্দনীয় চরিত্র হলো আখলাকে —।
৪। আমরা সর্বদা উত্তম — গঠনের জন্য চেষ্টা করব।
৫। পৃথিবীতে যারা রয়েছে তোমরা তাদের প্রতি — হও।
৬। মহানবি (স.) — ছিলেন।
৭। উদারতা মানুষের একটি — গুণ।
৮। মহানবি (স.) সবাইকে নিজ ধর্ম পালনের — দিয়েছেন।
৯। আমরা অন্যের বিপদে তাকে — জোগাব।
১০। দেশপ্রেম হলো নিজের দেশকে —।
১১। মহানবি (স.) মক্কা থেকে হিজরত করে — চলে যান।
১২। মহানবি (স.) — সনদ প্রণয়ন করেন যাতে মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৩। আমাদের জন্মভূমি —।
১৪। যারা শহিদ হয়েছেন তাদের জন্য আমরা — করব।
১৫। — জীবন বাজি রেখে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন।

উত্তরমালা : ১. চরিত্র; ২. প্রশংসনীয়; ৩. যামিমা; ৪. চরিত্র; ৫. সহমর্মী; ৬. ইয়াতিম; ৭. মানবিক; ৮. স্বাধীনতা; ৯. সাহস; ১০. ভালোবাসা; ১১. মদিনায়; ১২. মদিনা; ১৩. বাংলাদেশ; ১৪. দু'আ; ১৫. মুক্তিযোদ্ধারা।

বলা — শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর বলি

ক নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলো।

প্রশ্ন ১। কোনটি ক্ষতিকর আখলাক?
উত্তর : আখলাকে যামিমা।

প্রশ্ন ২। আখলাকে হামিদা কোনটি?
উত্তর : সত্যবাদিতা।

প্রশ্ন ৩। সততা, শ্রদ্ধা, পরোপকার এগুলো কিসের উদাহরণ?
উত্তর : আখলাকে হামিদা।

প্রশ্ন ৪। নৈতিক ও মানবিক গুণ কোনটি?
উত্তর : আখলাকে হামিদা।

প্রশ্ন ৫। অন্যের কষ্টে সমব্যথী হওয়াকে কী বলা হয়?
উত্তর : সহমর্মিতা।

প্রশ্ন ৬। কোনটির মাধ্যমে অসহায় মানুষের সমস্যার সমাধান হয়?
উত্তর : সহমর্মিতার মাধ্যমে।

প্রশ্ন ৭। কোনটি মানবিক গুণ?
উত্তর : উদারতা।

প্রশ্ন ৮। যার মধ্যে উদারতা গুণ বিদ্যমান তাকে কী বলা হয়?
উত্তর : উদার ব্যক্তি।

প্রশ্ন ৯। নিজের দেশকে ভালোবাসা হলো—
উত্তর : দেশপ্রেম।

প্রশ্ন ১০। মহানবি (স.) মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় কোনটি প্রণয়ন করেন?
উত্তর : মদিনা সনদ।

প্রশ্ন ১১। হজরত আনাস (রা.) কত বছর মহানবি (স.)-এর খেদমত করেছিলেন?
উত্তর : ১০ বছর।

প্রশ্ন ১২। মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে আপ্রাণ চেষ্টা করেন কে?
উত্তর : মুহাম্মদ (স.)।

প্রশ্ন ১৩। "আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতাদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।"— উক্তিটি কার?
উত্তর : মহানবি (স.)-এর।

ঘ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর : সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।

১. আখলাক শব্দের অর্থ কী?
ক পবিত্র   খ চরিত্র
গ গুণাবলি   ঘ উদারতা
উত্তর : খ চরিত্র।

২. আখলাক কত প্রকার?
ক দুই প্রকার   খ তিন প্রকার
গ চার প্রকার   ঘ পাঁচ প্রকার
উত্তর : ক দুই প্রকার।

৩. আখলাকে হামিদা হলো—
ক নিন্দনীয় চরিত্র   খ সমালোচিত চরিত্র
গ প্রশংসনীয় চরিত্র   ঘ সুন্দরতম নামসমূহ
উত্তর : গ প্রশংসনীয় চরিত্র।

৪. সততা, শ্রদ্ধা, পরোপকার এগুলো হলো—
ক আখলাকে যামিমা   খ সুন্দরতম গুণ
গ আখলাকে হামিদা   ঘ আখলাক
উত্তর : গ আখলাকে হামিদা।

৫. হজরত আনাস (রা.) কে ছিলেন?
ক মহানবি (স.)-এর সাহাবি
খ মহানবি (স.)-এর বন্ধু
গ মহানবি (স.)-এর চাচা
ঘ মহানবি (স.)-এর দাদা
উত্তর : ক মহানবি (স.)-এর সাহাবি।

৬. মহানবি (স.) মক্কা থেকে কোথায় হিজরত করেন?
ক ইরানে   খ মদিনায়
গ রিয়াদে   ঘ ইরাকে
উত্তর : খ মদিনায়।

৭. মহানবি (স.) মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় কোনটি প্রণয়ন করেন?
ক মক্কা সনদ   খ আরব সনদ
গ মদিনা সনদ   ঘ শান্তি সনদ
উত্তর : গ মদিনা সনদ।

৮. পড়ালেখা করা প্রধান দায়িত্ব কাদের?
ক শিক্ষকদের   খ ব্যবসায়ীদের
গ চিকিৎসকদের   ঘ শিক্ষার্থীদের
উত্তর : ঘ শিক্ষার্থীদের।

পড়া ৩ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই

ক সংক্ষেপে উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। সহমর্মিতা কী?
উত্তর : অন্যের দুঃখ-কষ্টকে অনুভব করে তাদের সাথে সমব্যথী হওয়াই হলো সহমর্মিতা।

প্রশ্ন ২। উদারতা কী?
উত্তর : উদারতা হলো অন্যের কথা, কাজ ও চিন্তাভাবনার প্রতি সহনশীল হওয়া।

প্রশ্ন ৩। দেশপ্রেম কী?
উত্তর : দেশপ্রেম হলো নিজের দেশকে ভালোবাসা।

প্রশ্ন ৪। আখলাকে হামিদার দুটি উদাহরণ কী?
উত্তর : আখলাকে হামিদার দুটি উদাহরণ হলো উদারতা ও দেশপ্রেম।

প্রশ্ন ৫। আখলাকে যামিমার দুটি উদাহরণ কী?
উত্তর : আখলাকে যামিমার দুটি উদাহরণ হলো মিথ্যা কথা বলা ও মারামারি করা।

প্রশ্ন ৬। সহমর্মিতার উদ্দেশ্য কী?
উত্তর : সহমর্মিতার উদ্দেশ্য হলো— মানুষের দুঃখ-কষ্টে দরদি হয়ে তাদের বিপদ-আপদে সাহায্য করা।

প্রশ্ন ৭। হজরত আনাস (রা.) কে ছিলেন?
উত্তর : হজরত আনাস (রা.) ছিলেন মহানবি (স.)-এর একজন সাহাবি।

প্রশ্ন ৮। দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের কী করা উচিত?
উত্তর : দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা উচিত।

প্রশ্ন ৯। মহানবি (স.) 'মদিনা সনদ' প্রণয়ন করেন কেন?
উত্তর : মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জন্য মহানবি (স.) মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন।

লেখা ৪ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি

ক মিলকরণ।

প্রশ্ন ১। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
(ক) সমাজে বাস করতে আমাদের কিছু	আখলাকে হামিদা।
(খ) আমাদের আশপাশে কেউ বিপদে পড়লে	নিন্দনীয় চরিত্র।
(গ) আখলাকে হামিদা হলো	নিয়ম ও নীতি মেনে চলতে হয়।
(ঘ) আখলাকে যামিমা হলো	তাকে আমরা সাহায্য করতে এগিয়ে যাই।
(ঙ) নৈতিক ও মানবিক গুণ হলো	সুন্দরতম নামসমূহ।
	প্রশংসনীয় চরিত্র।
	সততা।

উত্তর :

(ক) সমাজে বাস করতে আমাদের কিছু নিয়ম ও নীতি মেনে চলতে হয়।

(খ) আমাদের আশপাশে কেউ বিপদে পড়লে তাকে আমরা সাহায্য করতে এগিয়ে যাই।

(গ) আখলাকে হামিদা হলো প্রশংসনীয় চরিত্র।

(ঘ) আখলাকে যামিমা হলো নিন্দনীয় চরিত্র।

(ঙ) নৈতিক ও মানবিক গুণ হলো আখলাকে হামিদা।

প্রশ্ন ২। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
(ক) নিজের দেশকে ভালোবেসে এর উন্নয়নের জন্য	যার যার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করব।
(খ) মহানবি (স.) মক্কা থেকে হিজরত করে	মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।
(গ) মদিনা সনদ প্রণয়নে অশান্ত	নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করব।
(ঘ) যারা শহিদ হয়েছেন তাদের জন্য	মদিনায় চলে যান।
(ঙ) দেশের উন্নয়নের জন্য	দু'আ করব।
	গাছ লাগাব।
	মক্কায় আসেন।

উত্তর :

(ক) নিজের দেশকে ভালোবেসে এর উন্নয়নের জন্য **নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করব।**

(খ) মহানবি (স.) মক্কা থেকে হিজরত করে **মদিনায় চলে যান।**

(গ) মদিনা সনদ প্রণয়নে অশান্ত **মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।**

(ঘ) যারা শহিদ হয়েছেন তাদের জন্য **দু'আ করব।**

(ঙ) দেশের উন্নয়নের জন্য **যার যার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করব।**

ঘ চিন্তা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। আখলাক শব্দের অর্থ কী? আখলাক কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর : আখলাক শব্দের অর্থ চরিত্র। আখলাক দুই প্রকার। যথা— আখলাকে হামিদা ও আখলাকে যামিমা। আখলাকে হামিদা হলো প্রশংসনীয় চরিত্র। আর আখলাকে যামিমা হলো নিন্দনীয় চরিত্র। আখলাকে হামিদার উদাহরণ হলো সহমর্মিতা, উদারতা, দেশপ্রেম, সত্যবাদিতা, সততা, শ্রদ্ধা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, পরোপকার, ত্যাগের মনোভাব ইত্যাদি। আর আখলাকে যামিমার উদাহরণ হলো— মিথ্যা কথা বলা, অন্যের সমালোচনা করা, মারামারি করা, গালি দেওয়া ইত্যাদি।

প্রশ্ন ২। আখলাকে হামিদা কী? উত্তম চরিত্র গঠনের উপায় সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : আখলাকে হামিদা হলো আমাদের নৈতিক ও মানবীয় গুণ। উত্তম চরিত্র গঠনের উপায় সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য হলো—

১. মহানবি (স.)-এর আদর্শগুলো জীবনে ধারণ করব।
২. আব্বা-আম্মার কথা শুনব।
৩. সহপাঠীদের সাহায্য করব।
৪. মানুষের সেবা করব।
৫. সবসময় সত্য কথা বলব।

প্রশ্ন ৩। সহমর্মিতা কী? সহমর্মিতার উদ্দেশ্যগুলো পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : মানুষের বিপদ-আপদ ও অভাব-অনটনের কষ্ট অনুভব করে তাদের প্রতি সমব্যথী হওয়াই হলো সহমর্মিতা।

সহমর্মিতার উদ্দেশ্যগুলো সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য হলো—

১. মানুষের দুঃখ-কষ্টে দরদি হওয়া।
২. বিপদ-আপদে সাহায্য করা।
৩. অসহায় মানুষের সমস্যা সমাধান করা।
৪. ইয়াতিম শিশুদের নিজ সন্তানের মতো ভালোবাসা।
৫. সমাজে সকল মানুষের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করা।

প্রশ্ন ৪। মানুষকে সহযোগিতা করার উপকারিতা কী? মানুষকে কীভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করা যায় সে সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : মানুষকে সহযোগিতা করার উপকারিতা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। মানুষকে সহযোগিতা করার পাঁচটি উপায় হলো—

১. ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিতে হবে।
২. অসুস্থদের সেবা করতে হবে।
৩. বস্ত্রহীনদের বস্ত্র দান করতে হবে।
৪. অসহায়দের বিপদ-আপদে সাহায্য করতে হবে।
৫. ইয়াতিমদের নিজ সন্তানের মতোই ভালোবাসতে হবে।

প্রশ্ন ৫। মহানবি (স.)-এর উদারতা সম্পর্কে ছয়টি বাক্য লেখ।

উত্তর : মহানবি (স.)-এ উদারতা সম্পর্কে ছয়টি বাক্য হলো—

১. মহানবি (স.) সবসময় তাঁর কথায় ও ব্যবহারে বিনয়ী ছিলেন।
২. তিনি সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন।
৩. তিনি ভিন্ন ধর্মের লোকদের তাদের নিজ ধর্ম পালনে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।
৪. তিনি ছিলেন অধিক দানশীল ও পরোপকারী।
৫. তিনি বয়স্ক ও অসহায়কে সবসময় সাহায্য করতেন।
৬. তিনি সব ধর্মের লোকদের সাথে সহনশীল আচরণ করতেন।

প্রশ্ন ৬। দেশপ্রেম কী? মহানবি (স.)-এর দেশপ্রেমের ঘটনা উল্লেখ কর।

উত্তর : দেশপ্রেম হলো নিজের দেশকে ভালোবাসা। মহানবি (স.) নিজের জন্মভূমিকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি কুরাইশদের অত্যাচারে নিজের জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যান। যাওয়ার সময় তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি তখন বারবার মক্কার দিকে তাকিয়ে বলছিলেন, "হে মক্কা! আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমার কাছে কতই না প্রিয়! আমার স্বজাতি যদি আমাকে নির্যাতন করে বের করে না দিত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।" এ ঘটনা থেকে মহানবি (স.)-এর মাতৃভূমি মক্কার প্রতি ভালোবাসা উপলব্ধি করা যায়।

শিক্ষক/ অভিভাবক কর্তৃক মূল্যায়ন — নির্দেশনা ছকের আলোকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	শিখনযোগ্যতা/ নির্দেশক	প্রারম্ভিক	ভালো	উত্তম
জ্ঞান	• আখলাক বা চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে ও বলতে পেরেছে			
	• আখলাকের শ্রেণিবিভাগ বলতে পেরেছে			
	• বিভিন্ন ধরনের প্রশংসনীয় কাজ/গুণ ও সেসব কাজের সুফল সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে			
	• বিভিন্ন ধরনের নিন্দনীয় কাজ ও সেসবের কুফল সম্পর্কে বলতে পেরেছে			
দক্ষতা	• ভালো কাজ/গুণগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি ও ভালো কাজ করতে পেরেছে			
	• মন্দ/খারাপ কাজ পরিত্যাগের গুরুত্ব উপলব্ধি ও সেসব কাজ পরিত্যাগ করা সম্পর্কে জানতে পেরেছে			
দৃষ্টিভঙ্গি	• নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সংবলিত কাজের তালিকা করতে ও দৈনন্দিন জীবনে তা অনুসরণ করতে পেরেছে			
	• দৈনন্দিন জীবনে ভালো কাজের চর্চা করা এবং অন্যদের ভালো কাজে উৎসাহিত করেছে			
	• দলে একে অপরকে সহযোগিতা করেছে এবং দলগত কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে			
মূল্যবোধ	• শ্রেণিকক্ষের নিয়ম মেনে চলেছে			
	• অন্যের মতামত ধৈর্য সহকারে শুনেছে			

ধারাবাহিক/ শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন — নিজেকে মূল্যায়ন করি

তারিখ : ☐☐☐

ধারাবাহিক মূল্যায়ন

সময় : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শ্রেণি : .... রোল নম্বর : ☐

১. বিষয়বস্তু পড়ি। মহানবি (স.) ও হজরত উমর (রা.) এর সহমর্মিতার গল্পটি আলোচনা করি ও নিজের ভাষায় লিখি। কাজটি জোড়ায় করি।

শুরু
মধ্যভাগ
শেষভাগ

২। বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর : সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(ক) আখলাক শব্দের অর্থ কী?
ⓚ পবিত্র ⓚ চরিত্র
ⓖ গুণাবলি ⓖ উদারতা

(খ) মহানবি (স.) মক্কা থেকে কোথায় হিজরত করেন?
ⓚ ইরানে ⓚ মদিনায়
ⓖ রিয়াদে ⓖ ইরাকে

(গ) মহানবি (স.) মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় কোনটি প্রণয়ন করেন?
ⓚ মক্কা সনদ ⓚ আরব সনদ
ⓖ মদিনা সনদ ⓖ শান্তি সনদ

(ঘ) পড়ালেখা করা প্রধান দায়িত্ব কাদের?
ⓚ শিক্ষকদের ⓚ ব্যবসায়ীদের
ⓖ চিকিৎসকদের ⓖ শিক্ষার্থীদের

(ঙ) মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে আপ্রাণ চেষ্টা করেন কে?
ⓚ মূসা (আ.) ⓚ ঈসা (আ.)
ⓖ আবু বকর (রা.) ⓖ মুহাম্মদ (স.)

৩। চিন্তা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) আখলাকে হামিদা কী? উত্তম চরিত্র গঠনের উপায় সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

(খ) সহমর্মিতা কী? সহমর্মিতার উদ্দেশ্যগুলো পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তরমালা

১। ১৮০ পৃষ্ঠার খ নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

২। (ক) ⓚ চরিত্র; (খ) ⓚ মদিনায়; (গ) ⓖ মদিনা সনদ; (ঘ) ⓖ শিক্ষার্থীদের; (ঙ) ⓖ মুহাম্মদ (স.)।

৩। (ক) ১৮৬ পৃষ্ঠার ২নং উত্তর দ্রষ্টব্য।
(খ) ১৮৬ পৃষ্ঠার ৩নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

মূল্যায়ন রিপোর্ট : শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐